বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ১০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 10-04-2026 14:52 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ১০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

নজরদারির মধ্যেই বিপত্তি, আচমকা হরমুজের আকাশ থেকে উধাও মার্কিন ড্রোন

ইরান-আমেরিকা বৈঠকের আগে ইসলামাবাদ যেন দুর্গ! বন্ধ স্কুল-বাজার, মোতায়েন হাজার হাজার পুলিশ

বৃষ্টি কমে গরম শুরু, ৩ দিনেই তাপমাত্রা বাড়বে ৭ ডিগ্রি

সোনার বাংলার সংকল্প

বিজেপির ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতির বন্যা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে পালাবদলের লক্ষ্যে একগুচ্ছ চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'সঙ্কল্পপত্র' প্রকাশ করল বিজেপি। শুক্রবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে প্রকাশিত এই ইস্তাহারে মহিলা, যুব এবং সরকারি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা এবং কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার কথা জানিয়েছে পদ্ম শিবির। শাহের কথায়, 'ভয়রহিত বাংলা গড়া আর ভরসাযুক্ত বাংলা গড়া; আমাদের সঙ্কল্পপত্রের মূল ভাব এটাই।' বাংলার ভোট রাজনীতিতে মহিলাদের মন টানতে বড় বাজি খেলল বিজেপি। রাজ্যে সব সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষায় জোর দিয়ে প্রতি মণ্ডলে মহিলা থানা এবং পুলিশ জেলায় বিশেষ ডেস্ক গড়ার কথা বলা হয়েছে। শাহ সাফ জানান, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কখনও এমন কথা বলতে হবে না যে, মহিলারা কেন রাতে বাইরে বেরিয়েছেন।' যাতায়াতেও সুবিধা দিচ্ছে বিজেপি। সরকারি পরিবহণে মহিলারা ১০০ শতাংশ নিখরচায় সফর করতে পারবেন। সন্দেশখালির মতো ঘটনা রুখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নজরদারিতে তদন্তের আশ্বাসও মিলেছে।যুবকদের কর্মসংস্থানে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গেরুয়া দল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এককালীন ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। যাঁরা দুর্নীতির কারণে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য থাকছে পাঁচ বছরের বয়সে ছাড়। মাফিয়ারাজ খতম করতে সরকার গড়ার ছয় দিনের মধ্যেই বিশেষ 'রোড ম্যাপ' আনা হবে। পাশাপাশি আটকে থাকা জমি ৪৫ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।উন্নয়নের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। সেখানে এমস, আইআইটি, আইআইএম এবং একটি ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। চা এবং পাট শিল্পের উন্নতির পাশাপাশি রাজ্যকে 'ব্লু ইকোনমি'-র প্রধান ক্ষেত্র বানাতে চায় দল। তাজপুর ও কুলপিতে হবে গভীর সমুদ্র বন্দর। হলদিয়া বন্দরের জন্য থাকছে পৃথক উন্নয়ন পরিকল্পনা। কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন শাহ। কিষাণ সম্মান নিধির পরিমাণ বাড়িয়ে বছরে ৯০০০ টাকা করা হবে। আলুর ন্যায্য দাম ও ধানের নির্দিষ্ট মূল্য নিশ্চিত করা হবে।সংস্কৃতি রক্ষায় রাজ্যে 'বন্দেমাতরম মিউজিয়াম' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ার কথা বলা হয়েছে। কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে আনার আশ্বাসও দিয়েছেন শাহ। তিনি স্পষ্ট জানান, বঙ্গভঙ্গ নয়, পাহাড়ের উন্নয়ন হবে অখণ্ড বাংলা রেখেই। কলকাতাকে ঘিরে ১০ বছরের বিশেষ অ্যাকশন প্ল্যানও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে জল্পনা উড়িয়ে শাহ বলেন, বিজেপি জিতলে ভূমিপুত্রই বাংলার মসনদে বসবেন। মাছ-ডিম বন্ধের আশঙ্কায় তিনি পাল্টা বলেন, 'গরিবদের জন্য করা পূর্বতন সরকারের কোনও প্রকল্প বন্ধ করব না।' ইস্তাহারের প্রতিটি ছত্রে শাহের বার্তা, পাঁচ দশকের পতন রুখে বাংলায় হবে 'সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ'।

বিজেপি দু'মুখো সাপ, তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট মিটলেই ভোল পাল্টায় বিজেপি। তারা আদতে 'দু'মুখো সাপ'। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ও বসিরহাটের নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী মহম্মদ তৌসিফুর রহমানের সমর্থনে আয়োজিত সভায় নেত্রীর হুঙ্কার, 'বিজেপি দু'মুখো সাপ, নির্বাচনের সময় একটা ছোবল দেয়, আর নির্বাচনের পর আর একটা ছোবল দেয়। যদি ছোবল খেতে না হয়, তৃণমূলকে ভোট দিন।' এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিঁধেছেন মমতা। স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাংলা অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা নয়, বরং মানবিক মানুষের আশ্রয়ের ঠিকানা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এত অত্যাচার, এত অনাচার, এত ব্যাভিচার! যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তা হলে অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত।' বিজেপিকে 'মিথ্যা কথা ও ভাঁওতা দেওয়ার কারখানা' হিসেবে দেগে দিয়ে নেত্রীর দাবি, ওরা বাংলাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা করে। ডিলিমিটেশন ও এনআরসি-র মাধ্যমে বাংলাকে তিন টুকরো করার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।দিল্লির 'জমিদার ও জোতদারদের' বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে মমতার আর্জি, 'তৃণমূলকে একটা ভোট দেবেন, আর বদলা নেবেন।' ভোটগণনার দিন দলীয় এজেন্টদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বিরোধীদের ষড়যন্ত্র রুখতে তাঁর কড়া নির্দেশ, 'কাউন্টিংয়ের রেজাল্ট নিয়ে তবে বেরোবেন এজেন্টরা। তার আগে বেরোবেন না।' বিজেপির জয় আগে দেখিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। এককথায়, বসিরহাটের মাটি থেকে বিজেপিকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপানোর বার্তা দিলেন মমতা। ফাইল ফটো।

বাংলায় ভেঙে গেল মিম-হুমায়ুন জোট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে বাংলায় বড়সড় ভাঙন সংখ্যালঘু সমীকরণে। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সখ্যতা কাটিয়ে জোট ভাঙার ঘোষণা করলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। শুক্রবার ভোরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে হায়দরাবাদের সাংসদ জানিয়ে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দল মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) একক ভাবেই লড়বে। তৃণমূলের ফাঁস করা 'গোপন' ভিডিয়ো বিতর্কই যে এই বিচ্ছেদের অনুঘটক, তা কার্যত স্পষ্ট রাজনৈতিক মহলে। মিমের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 'মুসলিমদের আত্মসম্মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, এমন কোনও বিবৃতির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে চায় না মিম। আজ থেকে মিম (হুমায়ুন) কবীরের দলের সঙ্গে জোট ভেঙে দিচ্ছে।' বাংলার বঞ্চিত মুসলিমদের স্বাধীন রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর দিতেই তাঁদের এই লড়াই বলে দাবি ওয়েইসির। এর আগে কলকাতায় হুমায়ুনকে 'বড় ভাই' সম্বোধন করে যৌথ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। ১৪টি আসনে মিম প্রার্থী দিলেও এখন সব হিসাব ওলটপালট। এদিকে পালটা তোপ দেগেছেন হুমায়ুন কবীরও। ফাঁস হওয়া ভিডিয়োকে 'এআই' কারসাজি বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি টেনে এনেছেন নারদকাণ্ডের প্রসঙ্গ। তাঁর প্রশ্ন, 'ববি (ফিরহাদ) হাকিম, সৌগত রায়দের টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ওই স্টিংকাণ্ডের কী সুরাহা হল?' নিজেকে নির্ভীক দাবি করে হুমায়ুন জানান, তাঁর দল ১৮২টি আসনেই লড়বে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'আমার উল্টো দিকে কোন ব্যক্তি বসে, তা যাচাই করা হয়নি।' তৃণমূলের দাবি, গত বছরের ওই ১৯ মিনিটের ভিডিয়োয় বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুনের গোপন আঁতাঁত ও ১০০০ কোটি টাকা চাওয়ার তথ্য প্রমাণ রয়েছে। শাসকদলের এই 'অস্ত্র' শেষমেশ মিম-হুমায়ুন জোটের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও লাগাতার মিম ও হুমায়ুনকে বিজেপির 'সহযোগী' বলে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন। জোট ভাঙলেও হুমায়ুন কিন্তু ওয়েইসির প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কথা জানাতে ভোলেননি। তবে জোটের ভবিষ্যৎ এখন বিশ বাঁও জলে। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 10-04-2026 14:52 Page 3

আর মাত্র ১০ বছর

মৃত্যুর পরও সঙ্গে থাকবে প্রিয়জনেরা !

মা, বাবা বা অন্য কোনও প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা সারা জীবন কুড়ে কুড়ে খায়। সেই শূন্যতা কখনই ভরাট হয় না। প্রিয়জনকে হারানোর পর অনেকেরই মনে এই কথাই আসে, মৃত্যুর পরও যদি তারা থেকে যেত, বা যদি মৃত্যু নামক কিছু না থাকত, তবে? এবার এই প্রশ্নগুলোর ভাবনা বাস্তব হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মনে করা হচ্ছে এমন একটা যুগে মানব প্রজন্ম পা রাখতে চলেছে যেখানে মৃত্যু মানেই সব শেষ এই ভাবনায় বদল ঘটতে চলেছে। মানব ইতিহাসে প্রথমবার টেকনোলজির সাহায্যে মৃত মানুষকে পুনরায় তৈরি করা যাবে।

টু ওয়াই নামক প্রযুক্তির সাহায্য মৃত মানুষের জীবিত অবস্থার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও এবং অডিওর সাহায্যে তাঁকে পুনরায় তৈরি করা যাবে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে মৃত মানুষকে যে রিক্রিয়েট করা হবে, সেখানে তাঁকে কেবল এক রকম দেখতে হবে না। সেটি ওই মৃত মানুষের মতো কথা বলবে, অনুভূতি বোঝাবে, যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলত, কথা বলত বলতে যেখানে যেমন ভাবে থামত এটিও তাই করবে। এমনকী তাঁদের উপস্থিতি, তার রিদিম সবটাই থাকবে। বিজ্ঞানীরা এটিকে অ্যালগরিদমিক আইডেন্টিটি বলছেন। এটি এমন একটা ভার্সন যেখানে কেবল একজনের স্মৃতি থাকবে না মৃত্যুর পর। বরং সেটা তাঁর ভাবনা, কথার সাড়া দেবে। একদম বাল্ব স্তবের মতো। নতুন নতুন টেকনোলজি যেমন ভলিউমেট্রিক ডিসপ্লে, রিয়েল টাইম হলোগ্রাম এই ডিজিটাল পরিচিতিগুলোকে স্ক্রিন থেকে বের করে বাস্তবের দুনিয়ায় নিয়ে আসবে। রীতিমত থ্রি ডি উপস্থিতি থাকবে। তাঁদের আশেপাশে ঘোরা যাবে, তাঁদের দেখা যাবে, কথা বলা যাবে। ফলে মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যে যে দেওয়াল আছে সেটা আগামী দিনে এক প্রকার যে থাকবে না সেটা বলাই যায়।

১১০০০ লিটার দুধ ঢালা হল নর্মদায়, কেন ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নর্মদা নদীতে হাজার হাজার লিটার দুধ ঢালা হয়েছে। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস, পরিবেশগত দায়িত্ব ও সম্পদের অপব্যবহার নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে।ভিডিওতে দেখা যায়, নর্মদা নদীর তীরে বিশাল জনসমাগম হয়েছে এবং একটি ট্যাঙ্কার থেকে সরাসরি নদীতে দুধ ঢালা হচ্ছে, আর ভক্তরা তা দেখ ছেন। এক্স-এ শেয়ার করা পোস্ট অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১১, ০০০ লিটার দুধ নর্মদা নদীতে ঢালা হয়েছে। এই দুধের বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হতে পারে বলে দাবি। পিয়ুষ রাই নামের একজন ব্যবহারকারীর শেয়ার করা ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং একই অনুষ্ঠানের আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় ভক্তরা একজন পুরোহিতের সঙ্গে কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন। যদিও বেশ কয়েকজন এই প্রথার নিন্দা করেছেন। কেউ কেউ আবার বিশ্বাসের জায়গা থেকে সমর্থন করেছেন। সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে, পরিবেশের ক্ষতি বা খাদ্য অপচয়ের বিনিময়ে ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্থান দেওয়া উচিত নয়।একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, পরিবেশ ধ্বংস করছে আর ভাবছে ভালো কাজ করছে। আরেকজন লিখেছেন, বিদেশে এই কাজ করার চেষ্টা করলে এই সমস্ত লোক জেলে যেত।অনেকে সরকারি হস্তক্ষেপের আহ্বানও জানিয়েছেন, একজন ব্যবহারকারী বলেছেন, বিশ্বাসের নামে নর্মদায় দুগ্ধজাত পণ্য ঢালা অপচয়, জনসচেতনতা ও নদীর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত খারাপ।

হরমুজ প্রণালী পেরোতে হলে কত টাকা খসবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মধ্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচল করতে ইচ্ছুক জাহাজগুলোর কাছ থেকে আগাম টোল আদায়ের দাবি তুলেছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস। টোল হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা চীনা ইউয়ানে টাকা নেওয়ার আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনুমতি ছাড়া প্রণালী পার হওয়ার চেষ্টা করলে জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হতে পারে। এমন সতর্কবার্তাও সম্প্রচার করা হয়েছে বলে কিছু নাবিক জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিনে খুব সীমিত সংখ্যক জাহাজকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমস মারফত জানা গিয়েছে, পণ্যবোঝাই তেলবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে ব্যারেলপ্রতি ১ ডলার পর্যন্ত টোল ধার্য হতে পারে।যদিও খালি জাহাজ বিনা খ রচে পার হতে পারে। সুপারট্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে আকার ও কার্গোর পরিমাণ

অনুযায়ী এই টোল কয়েক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ডলারে লেনদেন কঠিন হয়ে পড়েছে। সে কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সি বেছে নেওয়া হয়েছে যা ট্র্যাক করা তুলনামূলক কঠিন। পাশাপাশি, ইউয়ানে লেনদেন হলে তা পশ্চিমী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ইউয়ানে টোল আদায় শুরু হয়েছে। এতে উপসাগরীয় তেল উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ এতে বিশ্বজুড়ে তেল বাণিজ্যে বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে। পশ্চিমা প্রভাব কমে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক

সামুদ্রিক আইন অনুযায়ী সুয়েজ খ াল বা পানামা খালের মতো জলপথে টোল নেওয়া বৈধ। তবে হরমুজ প্রণালীর মতো প্রাকৃতিক জলপথে এই ধরনের টোল আরোপের অনুমতি নেই। উপসাগরীয় দেশগুলো অভিযোগ করেছে, এই পদক্ষেপ জাতিসংঘের সমুদ্র আইন কনভেনশনের অধীনে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার নীতির পরিপন্থী।

অপরদিকে, হরমুজ প্রণালীর বিপরীতে থাকা ওমানও এই ধরনের কোনও রাজস্ব ভাগাভাগির প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

পাসপোর্ট ছাড়াই পৃথিবীর সব জায়গায় যান ৩ বিশেষ ব্যক্তি

এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট খুবই জরুরি, একথা সকলেরই জানা। বিমানবন্দর হোক বা স্থলপথ, পাসপোর্ট ছাড়া আন্তর্জাতিক ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অবাক করার মতো সত্যি হল, পৃথিবীতে এমন কয়েকজন বিশেষ মানুষ রয়েছেন যাদের বিদেশ যেতে পাসপোর্ট লাগে না!এই তালিকার প্রথমেই আছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। তিনি যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজা। ব্রিটিশ পাসপোর্ট আসলে রাজার নামেই ইস্যু করা হয়। অর্থাৎ পাসপোর্টে লেখা থাকে;রাজা বা রাণীর পক্ষ থেকে নাগরিককে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তাই নিজের ক্ষেত্রে রাজার আলাদা পাসপোর্ট থাকার দরকার হয় না। আগে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথও এই একই সুবিধা ভোগ করতেন। দ্বিতীয়জন হলেন সম্রাট নারুহিতো, জাপানের সম্রাট। তিনিও বিদেশ সফরে গেলে সাধারণ পাসপোর্ট ব্যবহার করেন না। তাঁর ভ্রমণ সম্পূর্ণভাবে কূটনৈতিক নিয়ম ও বিশেষ অনুমতির ভিত্তিতে হয়। বিভিন্ন দেশ তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সম্মান জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়।জাপানের সম্রাজ্ঞী মাসাকোও সম্রাটের মতো এই বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেন। তিনিও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিদেশে ভ্রমণের জন্য তাঁর পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় না। তাঁর ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে কূটনৈতিকভাবে আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি পদ্ধতি আগে থেকেই সম্মত হয়ে থাকে।তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, এই নিয়ম কেন মানা হয়? আসলে বিষয়টা পুরোপুরি কূটনৈতিক নিয়মের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ মানুষকে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে পাসপোর্ট দরকার হয়। কিন্তু রাজা বা সম্রাট হলেন একটি দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি। তাঁদের পরিচয় আলাদা করে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের জন্য সরকারিভাবে বিশেষ নথি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে।অনেকেই মনে করেন, রাজপরিবারের সব সদস্যই পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। রাজকুমার বা অন্যান্য সদস্যদের পাসপোর্ট লাগে। শুধুমাত্র শীর্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষেত্রেই এই বিশেষ সুবিধা প্রযোজ্য।পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণের এই সুবিধা খুবই বিরল এবং এটি কেবলমাত্র বিশ্বের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের জন্য পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ অসম্ভব।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 10-04-2026 14:52 Page 4

ভোটের আগে কড়া প্রস্তুতি, সেক্টরে ভাগ কলকাতার থানা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আসন্ন নির্বাচনের আগে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে আগেভাগেই বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ প্রশাসন। জনসংযোগ বাড়ানো এবং সম্ভাব্য অশান্তি রুখতেই কলকাতার প্রতিটি থানাকে সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণত ভোটের কয়েকদিন আগে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও এবার এক মাস আগেই তা কার্যকর করা হয়েছে।লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, থানার আয়তন অনুযায়ী প্রতিটি থানা চার থেকে পাঁচটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে নিয়োগ করা হয়েছে এক জন পুলিশ আধিকারিক, সঙ্গে থাকছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধি ও দু'জন করে সিভিল অফিসার। পুলিশের ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, সেক্টর আধিকারিকদের প্রথম কাজ হল নিজেদের এলাকা

ভালোভাবে চিহ্নিত করা। প্রয়োজনে গাড়ির পাশাপাশি হেঁটেও পুরো এলাকা ঘুরে দেখতে বলা হয়েছে তাঁদের। হাতে থাকবে সেক্টরের বিস্তারিত মানচিত্র। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের সমস্যার কথাও জানতে বলা হয়েছে।বিশেষ করে ভোটের আগে কোনও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে কি না বা ভোট দিতে অসুবিধা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। বয়স্ক বা চলাফেরায় অক্ষম ভোটারদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।পুলিশের মতে, মূল লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ভোট। তাই প্রতিটি সেক্টরে সম্ভাব্য 'ট্রাবল মেকার'দের চিহ্নিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনও টহল জোরদার থাকবে এবং কোথাও গোলমালের আশঙ্কা দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় নজরদারিতেও সেক্টর আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আমলাইয়ে তৃণমূল প্রার্থীর জোরদার প্রচার, উন্নয়নের আশ্বাস সুমনের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন আজ আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জোরদার প্রচার অভিযান চালান। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজেন, অঞ্চল সভাপতি সাদুল্লাহ শেখ সাধু, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাইদুল শেখ মিঠু, ভরতপুর ব্লক ছাত্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মঈন খান, আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও প্রচারে অংশ নেন।প্রচারের সময় প্রার্থী ও দলীয় নেতৃত্ব বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের কাছে সমর্থন প্রার্থনা করেন। আমলাই অঞ্চলের

বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া এলাকা ঘুরে দেখেন মুস্তাফিজুর রহমান সুমন। তিনি জানান, যেসব এলাকায় এখনও উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কাজ করা হবে।প্রার্থী আরও বলেন, বর্তমানে নির্বাচন আচরণবিধি (এমসিসি) বলবৎ থাকায় নতুন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। তবে আচরণবিধি উঠে গেলে এলাকায় পুনরায় উন্নয়নের গতি বাড়ানো হবে এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো হবে। তিনি আশ্বাস দেন, এলাকার কোনও মানুষ বা অঞ্চল বঞ্চিত থাকবে না।এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি-র উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য।

বিজেপি প্রার্থীর পদ বাতিলের দাবিতে তৃণমূলের থানা ঘেরাও

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ তৃণমূল নেতার ওপর অতর্কিত হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে।পাল্টা অভিযোগ বিজেপিরও।আহত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত বিজেপি কর্মীও।বিজেপির পর এবার পাল্টা থানা ঘেরাও তৃণমুলের। থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, পুলিশের সাথে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বিজেপি প্রার্থীর প্রার্থী পদ বাতিলের দাবিতে ধূপগুড়ি থানা ঘেরাও তৃণমূলের। তৃণমূল, বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূল নেতাকে মারধরের অভিযোগ তুলে বুধবার রাতে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করে তৃণমূল। এরপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা মারধরের অভিযোগ তুলে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাতে ধূপগুড়ির বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ধূপগুড়ি থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মীরা। সে সময় পুলিশকে রীতিমতো হুমকি দিতে দেখা যায় ধূপগুড়ির বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায়কে।থানা থেকে বের হওয়া মুশকিল করে দেব বলে হুশিয়ারি দেয় বিজেপি প্রার্থী।এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের তরফে পাল্টা ধূপগুড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। তৃণমূল নেতাকে মারধর এবং মহিলা কর্মীদের হেনস্তার

প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করে তৃণমূল। দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তৃণমূলের ।পাশাপাশি তৃণমূল নেতা রাজেশ কুমার সিং অভিযোগ করে বলেন ,বিজেপি প্রার্থী যেভাবে পুলিশকে অপমান করেছে, হুমকি দিয়েছে। নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করেছে বিজেপি প্রার্থী। ধূপগুড়ির পরিবেশ নষ্ট করেছে। সেজন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়েছে। তৃণমূলের দাবি ,অবিলম্বে বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায়ের প্রার্থী পদ বাতিল করতে হবে। এবিষয়ে তারা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে বলে জানা গিয়েছে।ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়,গতকাল বিকেলে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাগুরমারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মাগুরমারি এলাকায় প্রচার চালাচ্ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জ্যোৎস্না খাতুন এবং আরও দুই একজন কর্মীরা। সেসময় তাদের হাত থেকে লিফলেট নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এসসি ওবিসি সেলের সভাপতি ইলিয়াস আলী। সেসময় তার সঙ্গে প্রথমে বচসা এরপর হাতাহাতি শুরু হয়। তাকে রীতিমতো মাঠিতে ফেলে মারধর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ধূপগুড়ি থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। আর যা নিয়ে পরবর্তীতে শুরু হয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ।এদিকে ঘটনার পরেই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।অন্যদিকে ঘটনার পরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তথা তৃণমূল নেতা ইলিয়াস আলীর স্ত্রী জ্যোৎস্না খাতুন। অন্যদিকে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি কর্মী শিবনাথ রায় এমনটাই বলেন বিজিপি নেতা কমলেশ সিংহ রায়। এদিন বিকেল নাগাদ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন এবং ইনভেস্টিগেশন শুরু করে। পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

জয়ের আশায় তৃণমূল,বাড়ি বাড়ি প্রচারে কৃষ্ণ দাস

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। ভোটের আগে জমে উঠেছে জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াই।এদিন জলপাইগুড়ি পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে প্রচারে নামেন কৃষ্ণ দাস। সকাল থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ৮ থেকে ৮০, সকলের সঙ্গেই কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। ছোটদের স্নেহ, বড়দের আশীর্বাদ মানবিক এক অন্য ছবি ধরা পড়ে প্রচারের ময়দানে। এর আগেই তাঁর সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভার পর থেকেই আরও গতি পেয়েছে প্রচার। রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকলেও কৃষ্ণ দাসের

আলাদা পরিচিতি তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ। গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে নিজের উদ্যোগে বিনামূল্যের ক্যান্টিন চালানো সব মিলিয়ে এলাকায় তৈরি হয়েছে এক শক্তিশালী জনভিত্তি।উল্লেখ যোগ্যভাবে, এই বিধানসভা কেন্দ্রটি এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসেনি। তবে এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী দল। প্রচারের গতি, মানুষের সাড়া এবং প্রার্থীর জনপ্রিয়তা সব মিলিয়ে জলপাইগুড়িতে এবার জমজমাট লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভোটের ফলই বলবে, বদলাবে কি এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস।

ট্রাক্টর-লরির সংঘর্ষে জখম ৩

নয়া জামানা , দুর্গাপুর ঃ জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিন ব্যক্তি । শুক্রবার সকালের ঘটনাটি ঘটে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্ডাল থানার সামনে।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এদিন সকালে অন্ডাল থানার সামনে ইট বোঝায় একটি ট্রাক্টরকে পেছন থেকে সজরে ধাক্কা মারে একটি কন্টেইনার লরি ।ইট বোঝাই ট্রাক্টরটি রানিগঞ্জের দিক থেকে যাচ্ছিল দুর্গাপুরের দিকে। পেছন দিক থেকে

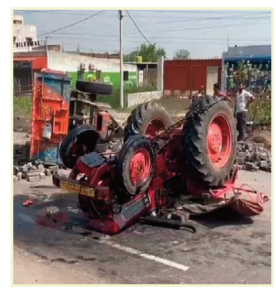

কন্টেনার লরিটি ধাক্কা মারে ট্রাক্টরে।দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরটি উল্টে যায়।আহত হয় ট্রাক্টরে থাকা তিন ব্যক্তির।আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠাই অন্ডাল ট্রাফিক গার্ড পুলিশ।ধাক্কা মেরে কন্টেনার গাড়িটি দুর্গাপুরের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।পেছনে ধাওয়া করে ট্রাফিক পুলিশ।দ্রুত গতিতে পালানোর সময় দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় অন্য একটা গাড়িকে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায় কন্টেনার গাড়িটি।গাড়িসহ চালক খালাসিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 10-04-2026 14:52 Page 5

জহুরা মন্দিরে মূর্তির নিচে

ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত ডাকাতরা

মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানা এলাকায় রয়েছে এক প্রাচীন কালীমন্দির। সারা বছর এখানে পুজো চললেও বৈশাখ মাসের মঙ্গল ও শনিবার থাকে বিশেষ পুজোর আয়োজন। তখন ভক্তদের আনাগোনা অনেক বেশি হয়। গ্রামীণ এই মন্দিরে পুজোর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। বৈশাখ মাসে খুব বড়ো মেলা বসে এখানে। অন্যান্য কালীমন্দিরের মতো রাত্রিবেলা কোনো পুজো এখানে হয় না। সব পুজোই হয় দিনের আলো থাকাকালীন। কেবলমাত্র শনি আর মঙ্গলবারেই হয় পুজো। এই মন্দিরের নাম জহুরা বা জহরা কালীমন্দির। কালীর এক রূপ দেবী চণ্ডী। তাঁরই আরাধনা হয় এখানে। জহরা কালীর পুজো এখানে কীভাবে শুরু হল? এই নিয়ে রয়েছে অনেক মত। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, সেন যুগের রাজা বল্লাল সেন এই অঞ্চলে অনেকগুলি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে একটি হল এই মন্দির। আবার মন্দিরের গায়ে যে পাথরের ফলক আছে, তা থেকে অনুমান করা যায়, মোটামুটি ৩০০ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের এক সাধক এখানে গড়ের ওপর দেবী জহরা চণ্ডীর বেদি স্থাপন করেছিলেন। তিনি নাকি এই কাজ করেছিলেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে। পরবর্তীকালে হীরারাম তিওয়ারি নামের এক সাধক দিব্যদর্শনে দেবীর রূপ প্রত্যক্ষ করেন। সেই অনুযায়ী তিনি মূর্তির রূপলেখা তৈরি করেন বৈশাখ মাসে। তা কিন্তু প্রচলিত মূর্তিগুলির মতো নয়। লাল রঙের ঢিবির ওপর রয়েছে এক মুখোশ। ঢিবির দু'পাশে আরও দু'টি মুখোশ দেখা যায়। এছাড়া গর্ভগৃহে আছে শিব আর গণেশের মূর্তি। বৈশাখ মাসে দেবী জহরার পুজো এভাবেই প্রচলিত হয়। তিওয়ারিরাই বংশানুক্রমে এখনও দেবীর সেবায়েত। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, অনেক আগে দেবী জহরার পূর্ণাবয়ব বিগ্রহ ছিল এখানে। বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুরোহিতরা সেই মূর্তিকে মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক অনেক বছর আগে খুব ঘন জঙ্গল ছিল এই অঞ্চলে। বহু মানুষ বিশ্বাস করেন, এই দেবী এক সময়ে ছিলেন ডাকাতদের আরাধ্যা। এখানে দেবী চণ্ডীর পুজো করে ডাকাতরা যেত ডাকাতি করতে। ডাকাতি করে প্রচুর ধনরত্ন আনত তারা, তারপর সেগুলোকে এখানেই মাটির তলায় রাখত। সেই ধনরত্নের ওপরই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধনরত্নকে হিন্দিতে বলে 'জওহর'। দেবীমূর্তির নিচে প্রচুর ধনরত্ন রাখা থাকত বলেই এখানে দেবী চণ্ডী 'জহরা' বা 'জহুরা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানা এলাকায় রয়েছে এক প্রাচীন কালীমন্দির। সারা বছর এখানে পুজো চললেও বৈশাখ মাসের মঙ্গল ও শনিবার থাকে বিশেষ পুজোর আয়োজন। তখন ভক্তদের আনাগোনা অনেক বেশি হয়। গ্রামীণ এই মন্দিরে পুজোর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। বৈশাখ মাসে খুব বড়ো মেলা বসে এখানে। অন্যান্য কালীমন্দিরের মতো রাত্রিবেলা কোনো পুজো এখানে হয় না। সব পুজোই হয় দিনের আলো থাকাকালীন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।